ড. ধ্রুবারাম মুরলিধর সোনার

বনাম

মহারাষ্ট্র ও ও. আর. এস-এর রাজ্য

(২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৪৩)

নভেম্বর ২২,২০১৮

[এ. কে. সিকরি এবং এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধির আইন, ১৯৭৩: ধারা ৪৮২-ক্ষমতার প্রয়োগ, সুযোগ-আলোচনা।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ৪৮২ – কার্যক্রম বাতিল – অভিযুক্ত ও সহঅভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধারা ৩৭৬(২)(বি), ৪২০ রিড উইথ ধারা ৩৪, দণ্ডবিধি এবং ৩(১)(ভ) শ্রেণীবদ্ধ জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের অধীনে একটি এফআইআর রুজু করা হয়েছিল – অভিযুক্ত-নম্বর ১ একজন সরকারি ডাক্তার ছিলেন, আর অভিযোগকারী একই প্রতিষ্ঠানে একজন নার্স ছিলেন – অভিযোগকারীর মামলা ছিল যে তিনি অভিযুক্তের প্রেমে পড়েছিলেন এবং একা থাকার কারণে তাকে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল, কারণ তিনি বিধবা – তারা একে অপরের সাথে একসঙ্গে বসবাস করতেন, কখনো তার বাড়িতে এবং কখনো অভিযুক্তের বাড়িতে – তারা বেশ কিছু সময় ধরে সম্পর্কিত ছিলেন, একে অপরের কোম্পানি উপভোগ করতেন এবং অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল – তবে, যখন তিনি জানতে পারলেন যে অভিযুক্ত অন্য একজন মহিলাকে বিয়ে করেছেন, তখন তিনি একটি এফআইআর দায়ের করেন – অভিযুক্ত এফআইআর বাতিলের জন্য একটি পিটিশন দায়ের করেন – উচ্চ আদালত পিটিশনটি খারিজ করে – আপিলের পর, বলা হয়েছিল: এটি অভিযোগকারীর মামলা ছিল না যে অভিযুক্ত তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছিলেন – পক্ষগুলির মধ্যে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সম্মতিপূর্ণ শারীরিক সম্পর্ক ৩৭৬ ধারা, দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না – অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে নিঃশব্দ সম্মতি ছিল এবং তার দেওয়া নিঃশব্দ সম্মতি তার মনোযোগের ভুলে তৈরি হয়নি – এমনকি যদি অভিযোগে উল্লিখিত অভিযোগগুলি মুখোমুখি মূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়, তাও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনো মামলা গঠন করবে না – এছাড়াও, এফআইআর-এ কোথাও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৪২০ ধারা, দণ্ডবিধি বা ৩(১)(ভ) শ্রেণীবদ্ধ জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের অধীনে কোনো অপরাধ বর্ণিত হয়নি – অতএব, উচ্চ আদালত অভিযুক্তের দায়ের করা পিটিশন খারিজ করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সঠিক ছিল না – এফআইআর বাতিল করা হয়েছে – দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩৭৬(২)(বি), ৪২০ রিড উইথ ধারা ৩৪ – শ্রেণীবদ্ধ জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯ – ধারা ৩(১)(ভ)।

আপীলটি মঞ্জুর করে, আদালত

বলেছে ঃ ১. এটি সর্বজনবিদিত যে আইডির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যতিক্রম এবং নিয়ম নয়। এই ধারার অধীনে, হাইকোর্টের এমন আদেশ দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে যা আইনের অধীনে যে কোনও আদেশ কার্যকর করার জন্য বা কোনও আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু "আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার" বা "ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য" অভিব্যক্তিগুলি হাইকোর্টকে সীমাহীন এখতিয়ার প্রদান করে না এবং আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি কেবল পদ্ধতিগত আইন সহ আইন অনুসারে সুরক্ষিত করা যেতে পারে এবং অন্যথায় নয়।[অনুচ্ছেদ ৮][৯২৬ – বি – সি]

*হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য***১৯৯২ সম্পুরক (১) এস. সি. সি. ৩৩৫: [১৯৯০] ৩ সম্পুরক এস. সি. আর. ২৫৯**; *রাজেশ বাজাজ বনাম দিল্লি এন. সি. টি. রাজ্য ও অন্যান্য* **(১৯৯৯) ৩ এস. সি. সি. ২৫৯: [১৯৯৯] ১ এস. সি. আর. ১০১২**; *কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম দেবেন্দ্রপ্পা এবং আরেকজন* **(২০০২) ৩ এস. সি. সি ৮৯: [২০০২] ১ এস. সি. আর ২৭৫**; *বিনীত কুমার এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন* **(২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ৩৬৯: [২০১৭] ৬ এস. সি. আর ৯২২-এর উপর নির্ভরশীল।**

২. কার্যধারা বাতিল করার জন্য, ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রমাণের প্রশংসা করা জায়েয নয়। অভিযোগটিতে বর্ণিত অভিযোগগুলি যদি সেই অপরাধ হিসাবে বিবেচিত না হয় যার স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে, তবে হাইকোর্টের পক্ষে সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা বাতিল করার অনুমতি রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১২] [৯২৮-জি]

৩. ধারা ৩৭৬ (২) (খ) কোনও সরকারি কর্মচারীর দ্বারা তার হেফাজতে থাকা কোনও মহিলার উপর তার সরকারী পদের সুযোগ নিয়ে বা তার অধীনস্থ কোনও সরকারি কর্মচারীর হেফাজতে ধর্ষণের অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে। ধারা ৩৭৫ ধর্ষণের অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে এবং অপরাধের ছয়টি বিবরণ গণনা করে। প্রথম ধারাটি সেখানে কাজ করে যেখানে মহিলা তার ইন্দ্রিয়ের অধিকারী এবং তাই সম্মতি দিতে সক্ষম কিন্তু কাজটি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয় এবং দ্বিতীয়টি যেখানে এটি তার সম্মতি ছাড়াই করা হয়; তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম যখন সম্মতি থাকে তবে এটি অপরাধীকে অজুহাত দেওয়ার মতো সম্মতি নয়, কারণ এটি তাকে, বা যে কোনও ব্যক্তিকে যার মধ্যে সে

আগ্রহী, মৃত্যু বা আঘাতের ভয়ে। 'তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে' অভিব্যক্তিটির অর্থ হল যে কাজটি অবশ্যই মহিলার বিরোধিতা সত্ত্বেও করা হয়েছে। সম্মতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যদি কেবল মামলার প্রমাণ বা সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে। "সম্মতি" কে বিবেচনার সাথে যুক্তিসঙ্গত কাজ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। এটি কোনও ব্যক্তির মনে একটি সক্রিয় ইচ্ছাকে বোঝায় যে অভিযোগ করা কাজটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ ধারা যদিও "সম্মতি" সংজ্ঞায়িত করে না, তবে কী "সম্মতি" নয় তা বর্ণনা করে। সম্মতি প্রকাশ বা অন্তর্নিহিত, জোরপূর্বক বা বিপথগামী হতে পারে, স্বেচ্ছায় বা প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে পারে। যদি অভিযোগকারীর দ্বারা সত্যের ভুল ধারণার অধীনে সম্মতি দেওয়া হয়, তবে তা কলুষিত করা হয়। ৩৭৫ ধারার উদ্দেশ্যে সম্মতির জন্য কেবল আইনের তাৎপর্য এবং নৈতিক গুণমান সম্পর্কে জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের পরে নয়, বরং প্রতিরোধ এবং সম্মতির মধ্যে পছন্দটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার পরেও স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণের প্রয়োজন। কোনও সম্মতি ছিল কি না তা কেবল সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি যত্ন সহকারে অধ্যয়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৩,১৪,১৫] [৯২৮-এইচ; ৯২৯-এ, ডি-ই; ৯৩০-এ-বি]

উদয় বনাম কর্ণাটক রাজ্য(২০০৩) ৪ এসসিসি ৪৬: [২০০৩] ২ এসসিআর. ২৩১; *দিলীপ সিং ওরফে দিলীপ কুমার বনাম বিহার রাজ্য*(২০০৫) ১ এসসিসি. ৮৮: [২০০৪] ৫ সম্পূরক. এসসিআর. ৯০৯; *দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য*(২০১৩) ৭ এসসিসি. ৬৭৫:১২০১৩] ৬ এসসিআর. ৫৪৪-এর উপর নির্ভর করে।

৪. ধর্ষণ এবং সম্মতিসূচক যৌনতার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে আদালতকে অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে যে অভিযোগকারী আসলে ভুক্তভোগীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নাকি তার খারাপ উদ্দেশ্য ছিল এবং কেবল তার কামনা মেটানোর জন্য এই বিষয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কারণ পরেরটি প্রতারণা বা প্রতারণার আওতায় পড়ে। কেবল প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। যদি অভিযুক্ত বাদীকে যৌন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করার একমাত্র অভিপ্রায় নিয়ে প্রতিশ্রুতি না দেয়, তবে এই ধরনের কাজ ধর্ষণ হিসাবে গণ্য হবে না। এমন একটি মামলা হতে পারে যেখানে বাদী অভিযুক্তের প্রতি তার ভালবাসা এবং আবেগের কারণে যৌন মিলন করতে রাজি হয় এবং কেবল অভিযুক্তের দ্বারা সৃষ্ট ভুল ধারণার কারণে নয়, অথবা যেখানে কোনও অভিযুক্ত এমন পরিস্থিতির কারণে যা সে অনুমান করতে পারত না বা যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তিনি তাকে বিয়ে করতে অক্ষম ছিলেন, যদিও তার তা করার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।

এই ধরনের মামলাগুলিকে অবশ্যই ভিন্নভাবে বিবেচনা করা উচিত। অভিযুক্তের যদি কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি তার গোপন উদ্দেশ্য থাকে তবে এটি ধর্ষণের একটি স্পষ্ট মামলা। উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মতিসূচক শারীরিক সম্পর্ক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে না। [অনুচ্ছেদ ২০] [৯৩৩-জি-এইচ; ৯৩৪-এ-সি]

৫. তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আবেদনকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হিসাবে কাজ করছিলেন এবং অভিযোগকারী একই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সহকারী নার্স হিসাবে কাজ করছিলেন এবং তিনি একজন বিধবা। তার দ্বারা অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারী তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি একজন বিবাহিত পুরুষ এবং তার স্ত্রীর সাথে তার মতবিরোধ রয়েছে। স্বীকারযোগ্যভাবে, তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এটিও অভিযোগ করা হয় যে অভিযুক্ত/আবেদনকারীকে তাদের বিবাহ নিবন্ধিত করার জন্য এক মাসের সময় প্রয়োজন। অভিযোগকারী আরও বলেন যে তিনি আবেদনকারীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তিনি একজন বিধবা হওয়ায় তার একজন সহচরের প্রয়োজন ছিল। তারা একসঙ্গে থাকত, কখনও তার বাড়িতে এবং কখনও আবেদনকারীর বাড়িতে। তারা বেশ কিছুদিন ধরে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিল এবং একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করছিল। এটাও স্পষ্ট যে তারা বেশ কিছুদিন ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিল। যখন সে জানতে পারে যে আবেদনকারী অন্য কোনও মহিলাকে বিয়ে করেছে, তখন সে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগকারী তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে এমন ঘটনা তার ক্ষেত্রে ঘটেনি। যা ঘটেছিল তাতে সক্রিয়ভাবে মন প্রয়োগ করার পরে সে সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটি কোনও মনস্তাত্ত্বিক চাপের মুখে নিষ্ক্রিয়ভাবে জমা দেওয়ার মামলা নয় এবং একটি নীরব সম্মতি ছিল এবং তার দ্বারা প্রদত্ত নীরব সম্মতি তার মনে তৈরি করা কোনও ভুল ধারণার ফল নয়। যদিও অভিযোগে করা অভিযোগগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হয় এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়, তবুও তারা আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলা করে না। এছাড়াও, যেহেতু অভিযোগকারী প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের ঘটনা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ধারা ৩৭৬ (২) (খ) এর অধীনে দায়ের করা অভিযোগটি টিকিয়ে রাখা যায় না। উপরন্তু, এফআইআর কোথাও ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০ বা এসসি/এসটি আইনের ধারা ৩ (১) (ভ) এর অধীনে আপিলকারীর দ্বারা সংঘটিত কোনও ভুলের কথা বলে না। অতএব, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে আপিলকারীর দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। [অনুচ্ছেদ ২১,২২] [৯৩৪-ডি-এইচ; ৯৩৫-এ-বি]

মামলা আইন রেফারেন্স

[১৯৯০] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর. ২৫৯	**এর উপর নির্ভর**	**অনুচ্ছেদ ৯**
[১৯৯৯] ১ এস. সি. আর. আই. ১০১২	**এর উপর নির্ভর**	**অনুচ্ছেদ ১০**
[২০০২] ১ এস. সি. আর. ২৭৫	**এর উপর নির্ভর**	**অনুচ্ছেদ ১১**
[২০১৭] ৬ এস. সি. আর. ৯২২	**এর উপর নির্ভর**	**অনুচ্ছেদ ১২**
[২০০৩] ২ এস. সি. আর. ২৩১	**এর উপর নির্ভর**	**অনুচ্ছেদ ১৬**
[২০০৪] ৫ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৯০৯	**এর উপর নির্ভর**	**অনুচ্ছেদ ১৭**
[২০১৩] ৬ এস. সি. আর. ৫৪৪	**এর উপর নির্ভর**	**অনুচ্ছেদ ১৮**

ফৌজদারি আপিলেট এখতিয়ারঃ ২০১৮-এর ফৌজদারি আপিল নং ১৪৪৩।

২০১২ সালের ৩৫৯০ নং ফৌজদারি আবেদনে বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের রায় ও আদেশ থেকে ঔরঙ্গাবাদের বেঞ্চ।

জয়ন্ত সুদ, প্রবীণ আইনজীবী, সন্দীপ এস. দেশমুখ, ভাসিম সিদ্দিকী, সন্দীপ সুধাকর দেশমুখ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

সুশ্রী দীপা এম. কুল্কারনি, নিশান্ত আর. কাটনেশ্বরকর, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায়টি **এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।
১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. এই আপিলটি ০২.০৭.২০১৮ তারিখে ক্রিমিনাল অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ৩৫৯০/২০১২-তে প্রদত্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বোম্বে হাইকোর্ট (ঔরঙ্গাবাদ বেঞ্চ) ১৯৭৩ সালের ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড (সংক্ষেপে 'ফৌজদারি কার্যবিধি') এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে আবেদনকারী দ্বারা দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করেছে। উক্ত আবেদনটি মহাসওয়াদ থানায় (জেলা নন্দুরবার) এফআইআর নম্বর ৫৯/২০০০, যা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (সংক্ষেপে 'ভারতীয় দণ্ডবিধি') এর ধারা ৩৭৬(২)(খ), ৪২০, ধারা ৩৪ এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯ (সংক্ষেপে 'SC/ST আইন') এর ধারা ৩(১)(ভ) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য নথিভুক্ত ছিল এবং যা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, এফসি শাহাদা, নন্দুরবার জেলা আদালতে দাখিল করা অভিযোগপত্রের বিরুদ্ধে ছিল।

৩. আপীলকারী হলেন অভিযোগকারী/উত্তরদাতা নং. ৪-এর অনুরোধে নথিভুক্ত পূর্বোক্ত এফআইআরে অভিযুক্ত নং। প্রাসঙ্গিক সময়ে, আপীলকারী নন্দুরবার জেলার ধাড়গাঁও তালুকের তোরানমালে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

যেখানে অভিযোগকারী একই প্রতিষ্ঠানে সহকারী নার্স হিসাবে কাজ করছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে এফআইআরে অভিযোগকারীর করা অভিযোগগুলি হল যে তার স্বামী তাকে এবং তার দুই সন্তানকে রেখে ০৫.১১.১৯৯৭-এ মারা গেছেন। এই সময়ে, আবেদনকারী তাকে জানিয়েছিলেন যে তার এবং তার স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে এবং তাই তিনি তার স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করছেন। আরও, আবেদনকারী অভিযোগকারীকে জানিয়েছিলেন যে যেহেতু তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাই তাদের বিবাহ নিবন্ধনের জন্য ১ মাস প্রয়োজন। অতএব, তিনি তার সরকারী কোয়ার্টারে আবেদনকারীর সাথে বসবাস শুরু করেছিলেন। এফআইআরে আরও বলা হয়েছে যে তিনি আবেদনকারীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তিনি বিধবা হওয়ায় তার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল। অতএব, তারা একসঙ্গে থাকতে শুরু করে, কারণ তারা স্বামী-স্ত্রী ছিল। তারা কিছু সময় তার বাড়িতে এবং কিছু সময় আপিলকারীর বাড়িতে থাকত। আবেদনকারী এমন আচরণ করেছিল যেন সে তাকে বিয়ে করেছে এবং তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তবে, সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়েছে। যখন পরিস্থিতি এইরকম ছিল, তখন তার ভাই, অর্থাৎ অভিযুক্ত নং ২, তাকে বিয়ে করার দাবি করে। এরপরে, ২০০০ সালে, অভিযোগকারী-থেকে তথ্য পেয়েছিলেন। আবেদনকারীর অন্য কোনও মহিলার সাথে বিবাহ সম্পর্কে সহ-অভিযুক্ত। অতএব, তিনি উপরোক্ত অভিযোগ দায়ের করেন এবং ০৬.১২.২০০০ তারিখের এফআইআর আবেদনকারী এবং সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নিবন্ধিত হয়।

৪. তদন্ত শেষ হওয়ার পর তদন্তকারী সংস্থা ১৪.০৬.২০০১-এর উপর একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। আবেদনকারী এফআইআর এবং চার্জশিট বাতিল করার জন্য হাইকোর্টে ৪৮২ ধারার অধীনে ফৌজদারি আবেদন দায়ের করেন। উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, হাইকোর্ট তার ০২.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ফৌজদারি আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

৫. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে অভিযোগকারী এফ দ্বারা পরোক্ষ উদ্দেশ্যে আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়। ফৌজদারি কার্যধারাটি স্পষ্টতই অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং কার্যধারাটি বিদ্বেষপূর্ণভাবে একটি ভুল উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে অভিযোগকারী আপিলকারীর ভাইয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িত ছিলেন এবং আপিলকারী কোনও সময়ে তার সাথে সম্পর্কে ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আপিলকারী এবং অভিযোগকারীর ভাইয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। অভিযোগকারী কোনও না কোনও কারণে আবেদনকারীকে ক্রমাগত ব্ল্যাকমেইল করছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, অভিযোগটিতে করা সমস্ত অভিযোগগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হলেও, এই ধরনের অভিযোগগুলি কোনও অপরাধ গঠন করে না।

৬. অন্যদিকে, উত্তরদাতা নম্বর ১ থেকে ৩-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী বিতর্কিত আদেশকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেছেন।

৭. আমরা বারে প্রদত্ত বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং নথিতে রাখা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৮. এটা ঠিক যে, ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যতিক্রম এবং নিয়ম নয়। এই ধারার অধীনে, হাইকোর্টের সহজাত ক্ষমতা রয়েছে আইনের অধীনে কোনও আদেশ কার্যকর করার জন্য বা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার। তবে "আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার" বা "ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য" অভিব্যক্তিগুলি হাইকোর্টকে সীমাহীন এখতিয়ার প্রদান করে না এবং আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি কেবল পদ্ধতিগত আইন সহ আইন অনুসারে সুরক্ষিত করা যেতে পারে এবং অন্যথায় নয়।

৯. এই আদালত, **হরিয়ানা রাজ্যের এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য** ১৯৯২ সম্পুরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ পরিধি এবং পরিধি বিশদভাবে বিবেচনা করেছে। সাতটি বিভাগের মামলা গণনা করা হয়েছে যেখানে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১০২ এইভাবে পড়েঃ

> "১০২. চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে সংবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সংবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে চ্যানেলযুক্ত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র নির্ধারণ করা এবং অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।
>
> (১) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।
>
> (২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন এবং তার সাথে থাকা অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, এমন কোনো আমলযোগ্য অপরাধ

নির্দেশ না করে যা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(১) এর অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের তদন্তকে ন্যায়সঙ্গত করে, তবে শুধুমাত্র ধারা ১৫৫(২) এর আওতায় একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে আইনের ১৫৫ (২) ধারার অধীনে বিবেচিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব, যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারা স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়।

১০. **রাজেশ বাজাজ বনাম দিল্লি রাজ্য এনসিটি এবং অন্যান্য** (১৯৯৯) ৩ এসসিসি ২৫৯ মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছে যে কোনও অভিযোগকারী যে অপরাধের অভিযোগ করেছেন তার সমস্ত উপাদানকে তার অভিযোগের মূল অংশে আক্ষরিকভাবে পুনরুত্পাদন করার প্রয়োজন নেই। যদি অভিযোগের ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তবে আদালতের তদন্ত পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য তাড়াহুড়ো করা উচিত নয় কেবল এই ভিত্তিতে যে একটি বা দুটি উপাদান বিশদ সহ উল্লেখ করা হয়নি।

১১. কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম. দেবেন্দ্রপ্পা এবং অন্যান্য, (২০০২) ৩ এসসিসি ৮৯ মামলায়, এটি রায় দেওয়া হয় যে, সিআরপিসি-র ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, আদালত আপিল বা পুনর্বিবেচনার আদালত হিসাবে কাজ করে না। এই ধারার অধীনে নিহিত এখতিয়ার, যদিও ব্যাপক, তা খুবই সংযত, সতর্ক এবং সাবধানে প্রয়োগ করতে হয় এবং

শুধুমাত্র তখনই এই প্রয়োগ ন্যায্য হয় যখন সেই ধারা নিজেই নির্ধারিত পরীক্ষার দ্বারা তা সমর্থন করে। আরও বলা হয়েছিল যে এটি নিম্নরূপ:-

> "যে কোনও পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে যার ফলে অবিচার ঘটবে এবং ন্যায়বিচারের প্রচার রোধ হবে। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালত যে কোনও কার্যধারা বাতিল করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে যদি এটি খুঁজে পায় যে এটির সূচনা/অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা এই কার্যধারা বাতিল করা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করবে। অভিযোগ দ্বারা প্রকাশিত কোনও অপরাধ না হলে আদালত সত্যের প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে পারে। যখন কোনও অভিযোগ বাতিল করার চেষ্টা করা হয়, তখন অভিযোগকারী কী অভিযোগ করেছেন এবং অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও কোনও অপরাধ করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উপকরণগুলি খতিয়ে দেখার অনুমতি রয়েছে।"

১২. সম্প্রতি, **বিনীত কুমার এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন** (২০১৭) ১৩ এসসিসি ৩৬৯ মামলায়, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> "ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের অগ্রগতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্যে আদালতের গুরুতর প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবে। বিচারিক প্রক্রিয়া একটি গুরুতর কার্যধারা যা নিপীড়ন বা হয়রানির যন্ত্রে রূপান্তরিত হতে দেওয়া যায় না। যখন কোনও ফৌজদারি কার্যবিধি স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থাপিত হয় এবং কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কার্যধারা শুরু করা হয়, তখন হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে কার্যধারা বাতিল করতে দ্বিধা করবে না। বর্তমানটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্টের ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত ছিল এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল।"

এটা স্পষ্ট যে কার্যধারা বাতিল করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণের তথ্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রমাণের প্রশংসা অনুমোদিত নয়। অভিযোগটিতে বর্ণিত অভিযোগগুলি যদি সেই অপরাধ গঠন না করে যার স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে, তবে হাইকোর্টের পক্ষে সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা বাতিল করার সুযোগ রয়েছে।

১৩. তাত্ক্ষণিক মামলায়, আবেদনকারী এবং সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬ (২) (খ), ৪২০ সহ ৩৪ এবং এসসি/এসটি আইনের ধারা ৩ (১) (ভ) এর অধীনে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। ধারা ৩৭৬(২)(বি) সেই ধর্ষণের অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে যা একজন

সরকারি কর্মচারী তার সরকারি পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে তার হেফাজতে থাকা কোনো মহিলা বা তার অধীনস্থ কোনো সরকারি কর্মচারীর হেফাজতে থাকা মহিলার প্রতি করে। প্রাসঙ্গিক সময়ে উক্ত বিধানটি ছিল নিম্নরূপঃ-

"৩৭৬. ধর্ষণের জন্য শাস্তি.-

(১).....

২. যে কেউ,

(ক).....

(খ) একজন সরকারি কর্মচারী হয়ে, তার সরকারি পদের সুযোগ নেয় এবং তার হেফাজতে থাকা কোনও মহিলাকে এমন সরকারি কর্মচারী হিসাবে বা তার অধীনস্থ কোনও সরকারি কর্মচারীর হেফাজতে ধর্ষণ করে; অথবা

(গ) থেকে (ঝ).....

যে এমন একটি মেয়াদের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা দশ বছরের কম হবে না কিন্তু যা আজীবন হতে পারে এবং অর্থদণ্ডেও দন্ডিত হতে পারে।

"১৪. ধারা ৩৭৫ ধর্ষণের অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে এবং অপরাধের ছয়টি বিবরণ উল্লেখ করে।। প্রথম ধারাটি কাজ করে যেখানে মহিলা তার ইন্দ্রিয় ধারণ করে এবং তাই সম্মতি দিতে সক্ষম হয় কিন্তু কাজটি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয় এবং দ্বিতীয়টি যেখানে এটি তার সম্মতি ছাড়াই করা হয়; তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চমটি যখন সম্মতি থাকে তবে এটি অপরাধীকে অজুহাত দেওয়ার মতো সম্মতি নয়, কারণ এটি তাকে বা যে কোনও ব্যক্তিকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয়ে রেখে প্রাপ্ত হয়। তার 'ইচ্ছার' বিরুদ্ধে অভিব্যক্তিটির অর্থ হল যে কাজটি অবশ্যই মহিলার বিরোধিতা সত্ত্বেও করা হয়েছিল। সম্মতি সম্পর্কে একটি অনুমান করা যেতে পারে যদি কেবল মামলার প্রমাণ বা সম্ভাবনার ভিত্তিতে। "সম্মতি" কে বিবেচনার সাথে যুক্তিসঙ্গত কাজ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়, পি এটি অভিযোগ করা কাজটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির মনে সক্রিয় ইচ্ছাকে বোঝায়।

১৫. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯০ নং ধারায় "সম্মতি" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা ভয় বা ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছেঃ-

"ধারা ৯০:

সম্মতি যা ভয় বা ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়.-

সম্মতি এমন সম্মতি নয় যা এই আইনের কোনও ধারা দ্বারা অভিপ্রেত, যদি সম্মতি কোনও ব্যক্তির দ্বারা আঘাতের ভয়ে বা সত্যের ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়, এবং যদি কাজটি করা ব্যক্তির জানা থাকে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সম্মতি দেওয়া হয়েছিল এই ধরনের ভয় বা ভুল ধারণার ফলস্বরূপ"

সুতরাং, ধারা ৯০ যদিও "সম্মতি" সংজ্ঞায়িত করে না, তবে "সম্মতি" কী নয় তা বর্ণনা করে। সম্মতি প্রকাশ বা অন্তর্নিহিত, জোরপূর্বক বা বিপথগামী হতে পারে, স্বেচ্ছায় বা প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে পারে। যদি অভিযোগকারীর দ্বারা সত্যের ভুল ধারণার অধীনে সম্মতি দেওয়া হয়, তবে এটি কলুষিত হয়। ধারা ৩৭৫-এর উদ্দেশ্যে সম্মতির জন্য স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণের প্রয়োজন কেবল আইনের তাৎপর্য এবং নৈতিক গুণমান সম্পর্কে জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের পরে নয়, বরং প্রতিরোধ ও সম্মতির মধ্যে পছন্দটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার পরেও। কোনও সম্মতি ছিল কি না তা কেবল সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির যত্ন সহকারে অধ্যয়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

১৬. উদয় বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৩) ৪ এস. সি. সি ৪৬ মামলায়, এই আদালত এমন একটি মামলা বিবেচনা করছিল যেখানে প্রায় ১৯ বছর বয়সী প্রসিকিউটর অভিযুক্তের সাথে যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন, যার সাথে তিনি গভীরভাবে প্রেমে ছিলেন, এই প্রতিশ্রুতিতে যে তিনি তাকে পরে বিয়ে করবেন। প্রসিকিউটর অভিযুক্তের সাথে দেখা করতে থাকেন এবং প্রায়শই যৌন মিলন করেন এবং গর্ভবতী হন। অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এটি বলা হয়েছিল যে সত্যের ভুল ধারণার অধীনে সম্মতি দেওয়া যায় না। এটি এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ-

> **"২১.** অতএব মনে হয় যে বিচারিক মতামতের ঐকমত্য এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যে প্রসিকিউটর দ্বারা এমন কোনও ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দেওয়া হয়েছে যার সাথে সে গভীরভাবে ভালবাসে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে তাকে পরবর্তী তারিখে বিয়ে করবে, এটিকে সত্যের ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া যেতে পারে না। একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আইনের অর্থের মধ্যে একটি সত্য নয়। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হতে আগ্রহী, তবে আমাদের অবশ্যই যোগ করতে হবে যে প্রসিকিউটর দ্বারা যৌন মিলনের জন্য সম্মতি স্বেচ্ছামূলক কিনা, বা এটি সত্যের একটি ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোনও স্ট্রেইট জ্যাকেট সূত্র নেই। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, আদালতের দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি সম্মতির প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় বিচার বিভাগীয় মনকে সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা প্রদান করে, তবে আদালতকে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে তার সামনে থাকা প্রমাণ এবং আশেপাশের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে, কারণ প্রতিটি মামলার নিজস্ব অদ্ভুত তথ্য রয়েছে যা এই প্রশ্নের উপর প্রভাব ফেলতে পারে যে সম্মতি স্বেচ্ছামূলক ছিল কিনা, বা সত্যের ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছিল কিনা। এটিকে অবশ্যই প্রমাণের মূল্যায়ন করতে হবে এই বিষয়টি মাথায় রেখে যে অপরাধের প্রতিটি উপাদান প্রমাণ করার ভার রাষ্ট্রপক্ষের উপর রয়েছে, সম্মতির অনুপস্থিতি তাদের মধ্যে একটি।

২৩. এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতকে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, তা মাথায় রেখে আমরা এখন নথিভুক্ত প্রমাণ বিবেচনা করতে এগিয়ে যাব। এই মুহূর্তে বাদী একটি কলেজে অধ্যয়নরত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ছিল। সে আবেদনকারীকে গভীরভাবে ভালবাসত। তবে, সে এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিল যে যেহেতু তারা বিভিন্ন বর্ণের ছিল, তাই বিয়ে সম্ভব ছিল না। যে কোনও ক্ষেত্রে তাদের বিয়ের প্রস্তাবটি তাদের পরিবারের সদস্যরা গুরুতরভাবে বিরোধিতা করতে বাধ্য ছিল। আবেদনকারী যখন তাকে প্রথমবার প্রস্তাব দিয়েছিল তখন সে আবেদনকারীকে তা বলেছিল বলে সে স্বীকার করে। তার যথেষ্ট বুদ্ধি ছিল যাতে সে এই কাজের গুরুত্ব এবং নৈতিক গুণমান বুঝতে পারে। এই কারণেই তিনি যতদিন সম্ভব এটিকে গোপন রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও, তিনি আবেদনকারীর প্রস্তাবগুলি প্রতিরোধ করেননি এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। তিনি এইভাবে প্রতিরোধ এবং সম্মতির মধ্যে একটি পছন্দ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অবশ্যই এই কাজের পরিণতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, বিশেষত যখন তিনি এই সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে বর্ণগত বিবেচনার কারণে তাদের বিবাহ মোটেও ঘটতে পারে না। এই সমস্ত পরিস্থিতি আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে তিনি স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে আবেদনকারীর সাথে যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন এবং তার সম্মতি কোনও ভুল ধারণার ফলস্বরূপ ছিল না।

১৭. **দিলীপ সিং ওরফে দিলীপ কুমার বনাম বিহার রাজ্য**, (২০০৫) ১ এস. সি. সি ৮৮ মামলায়, আদালত সম্মতি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন তৈরি করেছেঃ-

(১) "অভিযুক্তের দ্বারা মানসিক চাপ বা প্রলুব্ধির মুখে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের মামলা নয় কি এটি প্রসিকিউটরের পক্ষ থেকে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত ছিল যে তাকে যে কাজে লিপ্ত হতে বলা হয়েছিল তার প্রকৃতি এবং পরিণতি পুরোপুরি জেনে?

(২) প্রসিকিউটর দ্বারা প্রদত্ত নীরব সম্মতি কি অভিযুক্তের তাকে বিয়ে করার অভিপ্রায় সম্পর্কে তার মনে তৈরি একটি ভুল ধারণার ফল ছিল?

এই মামলায় মেয়েটি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে যে সে এবং অভিযুক্তরা প্রতিবেশী এবং তারা একে অপরের প্রেমে পড়ে। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে একদিন অভিযুক্ত তাকে জোর করে ধর্ষণ করে এবং পরে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে যে সে তাকে বিয়ে করবে। তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতির কারণে সে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অভিযুক্তের অনুরোধের কাছে নতি স্বীকার করে এবং তাই বেশ কয়েকবার যৌন সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। সে গর্ভবতী হওয়ার পরে,

সে তার বাবা-মায়ের কাছে বিষয়টি প্রকাশ করে। তার পরেও, বাবা-মা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে অন্তরঙ্গতা অব্যাহত ছিল, যারা এই ধারণার মধ্যে ছিল যে অভিযুক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করবে, কিন্তু অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করা এড়িয়ে যায় এবং তার বাবা তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে যায় যাতে বিয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিবাহের বন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়েটির বাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতএব, সে কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করার পরে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়। এই সত্যিকারের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে, আদালত বলেছিল যে মেয়েটি একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিতে সক্রিয়ভাবে মন প্রয়োগ করার পরে। এটি আরও বলা হয়েছিল যে, সর্বোপরি, এটি বিয়ে করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মামলার পরিবর্তে বিয়ের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের মামলা, যার জন্য অভিযুক্ত দেওয়ানি আইনের অধীনে ক্ষতির জন্য প্রাথমিকভাবে দায়বদ্ধ। এটি এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ-

> "অবশিষ্ট প্রশ্নটি হল রেকর্ডের প্রমাণের ভিত্তিতে, এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কিনা যে অভিযুক্ত তাকে যৌন সম্পর্কে প্ররোচিত করার প্রতারণামূলক অভিপ্রায় নিয়ে বিয়ে করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং এটিই ছিল ভুক্তভোগী মেয়েটির তার সাথে যৌন ঘনিষ্ঠতায় সম্মত হওয়ার প্রধান কারণ। পিডব্লিউ ১২ তাকে বিয়ে করতে খুব আগ্রহী ছিল যেমন সে নির্দিষ্টভাবে বলেছিল। কিন্তু আমরা এমন কোনও প্রমাণ পাই না যা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে একটি অনুমানের জন্ম দেয় যে অভিযুক্তের শুরু থেকেই তাকে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা ছিল না এবং যে প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছিল তা তার জ্ঞানের কাছে মিথ্যা ছিল। প্রসিকিউশন প্রমাণ থেকে উদ্ভূত কোনও পরিস্থিতি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে না। অন্যদিকে, পিডব্লিউ ১২-এর বিবৃতি যে "পরে", অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু তার বাবা এবং অন্যরা তাকে গ্রাম থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, তা ইঙ্গিত দেয় যে অভিযুক্তকে বিয়ে করার প্রকৃত অভিপ্রায় দ্বারা প্ররোচিত করা হয়েছিল যা তার পরিবারের প্রবীণদের চাপের কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। এটি বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মামলার পরিবর্তে বিয়ের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের মামলা বলে মনে হয়। এই দিক থেকেও, ২৪ নং অনুচ্ছেদে *উদয়* মামলায় এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি আবেদনকারীর সহায়তায় আসে।

১৮. **দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য**, (২০১৩) ৭ এস. সি. সি. ৬৭৫ মামলায় আদালত ধর্ষণ এবং সম্মতিসূচক যৌনতার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছে। এটি ঘটনার সময় ১৯ বছর বয়সী একজন প্রসিকিউটরের মামলা। অভিযুক্তের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। অভিযুক্ত তাকে এই আশ্বাস দিচ্ছিল যে সে তাকে বিয়ে করবে। তাই প্রসিকিউটর স্বেচ্ছায় এবং তার নিজের ইচ্ছায় অভিযুক্তের সাথে তাকে বিয়ে করার জন্য তার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সে অভিযুক্তকে ডেকেছিল

তার দেওয়া একটি ফোন নম্বর দিয়ে, তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে কেন সে তার সাথে দেখা করেনি/যে জায়গায় তাদের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ছিল। সেও তার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিল, এবং অবশেষে যখন সে পৌঁছেছিল, তখন সে তার সাথে কামা লেক নামে একটি জায়গায় গিয়েছিল যেখানে তারা যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সে সেই পর্যায়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেনি এবং কাউকে কোনও অভিযোগ করেনি। এরপরে, তিনি অভিযুক্তের সাথে কুরুক্ষেত্র যান, যেখানে তিনি তার আত্মীয়দের সাথে থাকতেন। এখানেও, প্রসিকিউটর স্বেচ্ছায় অভিযুক্তের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েন। তারপরে তিনি কোনও কারণে, কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে অবৈধভাবে থাকতে যান এবং সেখানে বিড়লা মন্দিরে অভিযুক্তের সংস্পর্শে আসেন। এরপরে, তিনি এমনকি অভিযুক্তের সাথে কুরুক্ষেত্রের পুরানো বাস-স্ট্যান্ডে চলে যান, যাতে তারা আম্বালার আদালতে বিয়ে করতে পারে। বাস স্টেশনে অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালত বলেছিল যে পক্ষগুলির মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রসিকিউটরের সম্মতিতে বিকশিত হয়েছিল কারণ অভিযুক্তের সাথে বেশ কয়েক দিন ধরে বসবাস করা এবং তার সাথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করা সত্ত্বেও কোনও প্রতিরোধের মামলা ছিল না বা তিনি কোথাও কোনও অভিযোগ উত্থাপন করেননি। আদালত আরও বলেছিল যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণা/ধর্ষণের অভিযোগ আনা যেতে পারে এমন পরিস্থিতি বোঝা সম্ভব নয়।

১৯. সম্প্রতি, এই আদালত শিবশংকর @ শিবা বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও অন্য (শিবশঙ্কর @শিবা বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও আরেকজন)-এ, ক্রিমিনাল আপিল নং ৫০৪/২০১৮, যা ৬ই এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে নিষ্পত্তি হয়েছে, পর্যবেক্ষণ করেছে যে, আট বছর ধরে চলমান একটি সম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে 'ধর্ষণ' বলা কঠিন, বিশেষ করে অভিযোগকারীর নিজস্ব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো একসাথে বসবাস করেছেন। এ বিষয়ে নিম্নরূপ রায় প্রদান করা হয়ঃ-

> "বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, অভিযোগকারীর প্রতি বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বজায় রাখা কঠিন।
>
> তবে, আট বছর ধরে চলমান একটি সম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে 'ধর্ষণ' বলা কঠিন, বিশেষ করে অভিযোগকারীর নিজের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো একসাথে বসবাস করেছেন।"

২০. অতএব, ধর্ষণ এবং সম্মতিতে যৌন সম্পর্কের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে আদালতকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে যে, অভিযুক্ত প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নাকি অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শুধুমাত্র তার লালসা মেটানোর জন্য। পরবর্তীটি প্রতারণা বা ধোঁকাধড়ির আওতায় পড়ে। সেখানে

নিছক প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যে একটি পার্থক্য। অভিযুক্ত যদি প্রসিকিউটরকে যৌন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করার একমাত্র অভিপ্রায় নিয়ে প্রতিশ্রুতি না দেয়, তবে এই ধরনের কাজ ধর্ষণের সমান হবে না। এমন একটি মামলা হতে পারে যেখানে প্রসিকিউটর অভিযুক্তের প্রতি তার ভালবাসা এবং আবেগের কারণে যৌন মিলন করতে রাজি হয় এবং কেবল অভিযুক্তের দ্বারা সৃষ্ট ভুল ধারণার কারণে নয়, বা যেখানে কোনও অভিযুক্ত, এমন পরিস্থিতির কারণে যা সে পূর্বাভাস করতে পারত না বা যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, সমস্ত উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে অক্ষম ছিল। এই ধরনের মামলাগুলিকে অবশ্যই ভিন্নভাবে বিবেচনা করা উচিত। যদি অভিযোগকারীর কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি তার গোপন উদ্দেশ্য থাকে, তবে এটি ধর্ষণের একটি স্পষ্ট মামলা। পক্ষগুলির মধ্যে স্বীকৃত সম্মতিসূচক শারীরিক সম্পর্ক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে না।

২১. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে আবেদনকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হিসাবে কাজ করছিলেন এবং অভিযোগকারী একই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সহকারী নার্স হিসাবে কাজ করছিলেন-এবং তিনি একজন বিধবা। তার দ্বারা অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারী তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি একজন বিবাহিত পুরুষ এবং তার স্ত্রীর সাথে তার মতবিরোধ রয়েছে। স্বীকারযোগ্যভাবে, তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এটিও অভিযোগ করা হয় যে অভিযুক্ত/আবেদনকারীকে তাদের বিবাহ নিবন্ধিত করার জন্য এক মাসের সময় প্রয়োজন। অভিযোগকারী আরও বলেন যে তিনি আবেদনকারীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তার একজন সহচরের প্রয়োজন ছিল কারণ তিনি একজন বিধবা ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে বলেছেন যে, "যেহেতু আমিও একজন বিধবা ছিলাম এবং আমারও একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল, তাই আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম এবং তারপর থেকে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং সেই অনুযায়ী আমরা একসাথে থাকতে শুরু করি। আমরা কখনও আমার বাড়িতে থাকতাম এবং কিছু সময় তার বাড়িতে থাকতাম।" এইভাবে, তারা একসাথে থাকত, কখনও কখনও তার বাড়িতে এবং কখনও কখনও আপিলকারীর বাড়িতে। তারা বেশ কিছুদিন ধরে একে অপরের সাথে সম্পর্কে ছিল এবং একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করছিল। এটিও স্পষ্ট যে তারা বেশ কিছুদিন ধরে একসাথে বসবাস করছিল। যখন সে জানতে পারে যে আপিলকারী অন্য কোনও মহিলাকে বিয়ে করেছে, তখন সে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগকারী যে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে তা তার মামলা নয়। যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলিতে সক্রিয়ভাবে মন প্রয়োগ করার পরে সে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটি কোনও মানসিক চাপের মুখে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের ঘটনা নয় এবং একটি নীরব সম্মতি ছিল এবং তার দেওয়া নীরব সম্মতি তার মনে তৈরি করা ভুল ধারণার ফল ছিল না। আমাদের অভিমত হল যে, অভিযোগটিতে করা অভিযোগগুলি তাদের মুখে-মূল্যে নেওয়া হলেও এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, তারা আপিলকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করে না।

আমরা এটাও মনে করি যে, যেহেতু অভিযোগকারী ধর্ষণের ঘটনা প্রথম দৃষ্টিতে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ৩৭৬ (২) (খ) ধারার অধীনে দায়ের করা অভিযোগ টিকিয়ে রাখা যাবে না।

২২. এছাড়াও, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে বা এসসি/এসটি আইনের ৩ (১) (ভ) ধারার অধীনে আপিলকারীর দ্বারা করা কোনও ভুলের কথা এফআইআর-এ কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অতএব, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ৪৮২ ধারার অধীনে আপিলকারীর দায়ের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

২৩. ফলস্বরূপ, আপিল সফল হয়েছে এবং তাই মঞ্জুর করা হয়েছে। ০২.০৭.২০১৮ তারিখে হাই কোর্টের দেওয়া আপত্তিকর আদেশ (ক্রিমিনাল অ্যাপ্লিকেশন নং ৩৫৯০/২০১২) বাতিল করা হলো। ০৬.১২.২০০০ তারিখে মেহসাওয়াদ পুলিশ স্টেশনে অভিযোগকারী কর্তৃক দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন, যার ভিত্তিতে ২০০০ সালের ক্রাইম নং ৫৯ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রেজিস্টার হয়েছে, সেটি বাতিল করা হলো। ১৪.০৬.২০০১ তারিখে মেহসাওয়াদ পুলিশ স্টেশন কর্তৃক দায়ের করা চার্জশিট, যা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আই পি সি-এর ৩৭৬(২)(খ), ৪২০, সেকশন ৩৪ এবং এসসি/এসটি (প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিজ) অ্যাক্টের ৩(১)(ভ) এর অধীনে দায়ের করা হয়েছিল, সেটিও বাতিল করা হলো।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu